আজ ছেঁউড়িয়ায় বসছে সাধুর হাট

বাউল সম্রাট ফকির লালনের ১৩২তম তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে শুরু হচ্ছে তিন দিনব্যাপী আলোচনা, সংগীতানুষ্ঠান ও লালন মেলা।

দমানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি’ শ্লোগান নিয়ে আজ সোমবার (১৭ অক্টোবর) থেকে কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ার আখড়া বাড়িতে শুরু হচ্ছে এ লালন মেলা। ১৯ অক্টোবর শেষ হবে এ অনুষ্ঠানের। তবে এর আগেই মনের টানে চলে এসেছেন সাধু-বাউল-ভক্তরা। লালনের গানে গানে প্রচার করছেন তার মানব দর্শনের। গুরু-শিষ্যর মিলনের এই ক্ষণ যতটা দীর্ঘ করা যায় সেই লক্ষ্যে অনুষ্ঠান শুরুর আগেই চলে আসেন তারা।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় কুষ্টিয়া লালন একাডেমির আয়োজনে এ তিরোধান দিবস পালন উপলক্ষে আখড়া বাড়িতে সকল প্রস্তুতি শেষ করা হয়েছে।

সত্য ও সু-পথের সন্ধানে মানবতার দীক্ষা নিতে ইতোমধ্যেই আত্মার টানে দেশ-বিদেশের সাধুগুরু ও ভক্তরা দলে দলে এসে আসন গেড়েছেন সাঁইজির (লালন শাহ) মাজারে। মূল উৎসব শুরু হওয়ার আগেই আখড়ায় আসা বাউল সাধকরা মাজারের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিয়ে গেয়ে চলেছেন সাঁইজির আধ্যাত্মিক মর্মবাণী। কুষ্টিয়া পরিণত হয়েছে উৎসবের শহরে।

সোমবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ এমপি তিনদিন ব্যাপী লালন মেলার উদ্বোধন করবেন।

তিরোধান দিবস উপলক্ষে লালন শাহের মাজার প্রাঙ্গনে বসেছে সাধুদের হাট। কালিগঙ্গার ভরাট জায়গায় হরেক রকমের পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসছেন ব্যবসায়ীরা। মেলায় থাকছে মুড়ি, মুড়কি, বাতাসা, জিলাপিসহ নাগরদোলা ও আসবাবপত্রের দোকান।

আখড়াবাড়ি চত্বর ও আশে পাশে লালন ভক্তরা আসন গেঁড়ে বসেছেন। তাদের মুখে মুখে সাঁইজির বাণী। লালন একাডেমির শিল্পী শিরীন আক্তার বলেন, ‘লালনের গান বিভিন্নভাবে ও মিউজিক দিয়েও গাওয়া হচ্ছে। লালনের প্রকৃত সুর ধরে রাখার চেষ্টা করছি।’

তিনদিন ধরে লালনের গানের আধ্যাত্মিকতা তুলে ধরা হবে তার সুরেই। ১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর (পহেলা কার্তিক) লালনের মৃত্যুর পর থেকে

তাঁর ভক্তরা এ ধারা অব্যাহত রেখেছে।

প্রতিবছরই লালনের তিরোধান দিবসে বাউলভক্ত সাধু-গুরুরা আখড়াবাড়িতে চলে আসে কয়েকদিন আগেই। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। লালনের জাতহীন মানবধর্মে দীক্ষিত হয়ে তার জীবনকর্ম, ধর্ম-দর্শন, মরমি সংগীত ও চিন্তা-চেতনা থেকে শিক্ষা নিতে দাওয়াতপত্র ছাড়াই দিনক্ষণ ঠিক রেখে এবারও সাঁইজির ধামে ছুটে এসেছে ভক্ত, অনুসারী, দর্শনার্থীরা।

লালন একাডেমির সভাপতি ও কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম জানান, ফকির লালন শাহের তিরোধান দিবস উপলক্ষে এবার তিন দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই প্রায় সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।’

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার খায়রুল আলম জানান, সুষ্ঠুভাবে আয়োজন সম্পন্ন করতে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পুলিশের পাশাপাশি অনুষ্ঠানস্থলে থাকছে র্যাব ও সাদা পোশাকে গোয়েন্দা পুলিশ।

লালন একাডেমির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সেলিম হক বলেন, ‘ফকির লালন জীবদ্দশায় দোল পূর্ণিমায় সাধু-ফকিরদের একত্রিত করে উৎসব করতেন। দিনরাত গান আর গুরু-শিষ্যের পরম্পরা চলত। ২০০ বছরের সেই রেওয়াজ এখনো আছে। এর সঙ্গে ১৩২ বছর ধরে তিরোধান দিবস পালন করা হচ্ছে। এটিও একই আদলে।

সাঁইজির বারামখানায় বসেছে ভবের হাট। ‘এসব আয়োজনে কোনো দাওয়াতের দরকার হয় না, দিনক্ষণ ঠিক রেখে আগেই সাঁইজির বারামখানায় চলে আসেন দেশ-বিদেশের সাধু-বাউল-ভক্তরা। বছরে দুটি বড় উৎসবের মাধ্যমে লালনের অসাম্প্রদায়িক দর্শন বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা চলছে।’

ছেঁউড়িয়া লালন মাজারের খাদেম মহম্মদ আলী শাহ জানান, সাঁইজির তিরোধান দিবসে এ সময় আখড়াবাড়ি দেশ-বিদেশ থেকে আগত লাখো প্রাণের পদভারে মুখরিত হয়ে ওঠে। প্রতিবছরের মতো এবারেও লালন ভক্তদের জন্য বিকালে অদিবাস, সকালে বাল্যসেবা ও দুপুরে পূর্ণসেবা ব্যবস্থা রয়েছে।

উল্লেখ্য, বৃটিশ শাসকগোষ্ঠির নির্মম অত্যাচার গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনকে যখন বিষিয়ে তুলেছিল, ঠিক সেই সময় সত্যের পথ ধরে,

মানুষগুরুর দীক্ষা দিতেই সেদিন মানবতার পথ প্রদর্শক হিসাবে বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহের আবির্ভাব ঘটে কুমারখালির ছেঁউড়িয়াতে। লালনের জন্মস্থান নিয়ে নানা জনের নানা মত থাকলেও আজও অজানায় রয়ে গেছে তার জন্ম রহস্য।

লালন ছিলেন নিঃসন্তান। আর্থিক অসংগতির কারণে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করতে পারেননি। তবে তিনি ছিলেন স্বশিক্ষায় শিক্ষিত। তিনি প্রায় এক হাজার গান রচনা করে গেছেন। ১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর ভোরে এই মরমী সাধক বাউল সম্রাট দেহত্যাগ করেন এবং তাঁর সাধন-ভজনের ঘরেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

রবীন্দ্র সঙ্গীত নিয়ে এগিয়ে যেতে চান সীমান্ত

তার নাম সীমান্ত। পুরো নাম হুসাইন আব্দুল্লাহ সালেহ সীমান্ত। রবীন্দ্র সঙ্গীত নিয়েই এগিয়ে যেতে চান সামনের দিকে। কুষ্টিয়ায় রবীন্দ্র সঙ্গীত নিয়ে যে ক’জন শিল্পী রয়েছে এই অল্প বয়সে তার মধ্যে অন্যতম এই সীমান্ত।

মায়ের ইচ্ছেকে প্রাধান্য দিয়ে ২০০৫ সালের দিকে প্লে গ্রুপে অধ্যায়নকালীন সময়ে কুষ্টিয়া জেলা শিশু একাডেমি থেকে পথচলা শুরু। এরপর সীমান্তর গানের হাতেখড়ি হয় ওস্তাদ খন্দকার মিজানুর রহমান বাবলুর মাধ্যমে। পরবর্তীতে কোহিনূর খানমের হাত ধরে আজ এই সঙ্গীত চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন সীমান্ত।

তার বাবা গোলাম হোসেন, অগ্রণী ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কবি জেসমিন হোসেন মিনির তিন ছেলের মধ্যে সবার ছোট এই সীমান্ত। বর্তমানে পড়াশোনা করছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি)’তে ইলেকট্রনিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিকস ইন্জিনিয়ারিং এ তৃতীয় বর্ষে অধ্যায়নরত।

সম্প্রতি, সীমান্তর শিল্পী হয়ে ওঠার গল্প নিয়ে তুলে ধরেছেন এসএম জামাল।

কুষ্টিয়া জেলা শিশু একাডেমি থেকে পথচলা শুরু হলেও নিয়মিত সঙ্গীত চর্চা করতো তিনি। ধীরে ধীরে রবীন্দ্র সঙ্গীতের উপর চর্চা বেশি থাকায় তার উপর ঝুঁকে পড়ে। অবশ্য অস্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী থাকা অবস্থায় ব্যান্ডের গান শোনার মধ্য দিয়ে অর্থহীন ব্যান্ডের জনপ্রিয় গান ‘অদ্ভুত সেই ছেলেটি আবার শুরু করলো হাটা, কালো লম্বা এলোমেলো চুলে চোখ দুটো তার ঢাকা, এই গানটির কারনেই গিটারের প্রতি আগ্রহ তৈরী হয়। গিটারিস্ট হিসেবে শুরু করেন তিনি। এখন গিটার এবং হারমোনিয়াম তার প্রিয়। শখের বশে গান করলেও প্রফেশনাল শিল্পী হওয়া তার মূল উদ্দেশ্য ছিলো না, ইচ্ছেটাকে বাস্তব রূপ দেওয়া এবং মনের খোরাক মেটানো-ই ছিলো মূখ্য বিষয়।

তার সেই ইচ্ছেটা নিজের অজান্তেই প্রফেশনাল শিল্পী হওয়ার দিকে ধাবিত করেছে। পাশাপাশি শিল্পী হিসেবে যুক্ত আছে শিল্পকলা একাডেমীতে। বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী কেন্দ্রে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও আধুনিক গানের নিয়মিত শিল্পী হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে।

শুরু থেকেই সুরে সে খুঁজে ফিরেছে নিজ মাটির গন্ধ। পরবর্তীতে তার মায়ের সেই ইচ্ছেকে নিজের স্বপ্নে রুপান্তরিত করেছে, রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রতি ভালোলাগা ধীরে ধীরে পরিনত হয়েছে ভালোবাসায়। মা- বাবার গর্বিত সন্তান হয়ে যথাযথ সম্মান উপহার দিতে পারা এবং ভালো মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাঝেই সার্থকতা।

জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় অংশ নিয়েছেন সীমান্ত। ২০০ জন প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পী নিয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে তার গানের এলবাম এর মোড়কও উম্মোচন হয়। বাংলাদেশ টেলিভিশন পরিচালিত সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত বিভাগীয় পর্যায়ে রবীন্দ্র সংগীতে ২য় মানের শিল্পীতে তালিকাভুক্ত হয়।

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে দেশব্যাপি সংগীত প্রতিযোগিতা ২০১০-২০১১ কুষ্টিয়া, খুলনা, ঢাকা গ্রুপ-ক স্থান- ১ম জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিযোগিতা-২০১৩ কিশোর বিভাগে ২য় মানে, জাতীয় বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়ে গোল্ড মেডেল ২০১৩

জাতীয় বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় রবীন্দ্র সংগীত এ গোল্ড মেডেল -২০১৬ শিশু একাডেমি, স্কুল, কলেজ, পর্যায়ে বিভিন্ন সনদপত্র প্রাপ্ত। এছাড়াও শিশু একাডেমি ও শিল্পকলা একাডেমিতে তার অনেক সাফল্য রয়েছে।

কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমীর আয়োজনে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক সংগীত প্রতিযোগিতা কুষ্টিয়ার কন্ঠ তে সেরা পাঁচের মধ্যে অবস্থান করছে সীমান্ত।

প্রতিযোগিতায় কুষ্টিয়ার দুইশ শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে টপটেন ছাড়িয়ে ৫ জনের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ ঘোষণা করা হবে। আমি ভীষন আশাবাদী। আল্লাহ চাইলেই আমি ভালো কিছু করবো। তবে বিচারকরা ভালো বলতে পারেন।

শিল্পী হয়ে ওঠার পথচলায় কাদের অবদান সবচেয়ে বেশি এমন প্রশ্নের উত্তরে বলেন, “এই পর্যায়ে আসার পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান আমার মা এবং আমার শিক্ষকদের। মা এই ইচ্ছেটা প্রকাশ না করলে হয়তো আমার শিল্পী হওয়া হতো না।

স্যারও এতটা উৎসাহ এবং ভালোবাসা দিয়ে শিখিয়েছেন যে শিল্পীর প্রতি আলাদা ভালোলাগা তৈরি হয়েছে। স্যাররা অনুপ্রেরণা না দিলে কখনই শিখতে পারতাম না। কোহিনূর খানমকে অনেক কৃতজ্ঞতা।

বন্ধুমহল থেকেও বেশ সাপোর্ট পেয়েছি। আমি অনেক বেশি সাপোর্ট পেয়েছি ওর থেকে। একটা প্রতিযোগিতায়। অনেকটা চিন্তিত ছিলাম এটা ভেবে যে লোকে কি বলবে! কে কি ধরনের মন্তব্য করবে, ভালো হবে কী হবে না। অর্থাৎ মনোবল একদম শূন্য ছিল। ওই সময়ে বন্ধুরা আমাকে বোঝায় এবং চেষ্টা করে দেখতে বলে। বন্ধুরা বলল, ” সবার চিন্তা ভাবনা এক রকম নয়, যেকোনো কাজে ভালো এবং খারাপ দুটো দিকই থাকে তাই বলে নিজেকে থামিয়ে রাখা যাবে না।

সীমান্তর পছন্দের তালিকায় রয়েছেন শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সাগর সেন, মাহমুদ নবী ও সায়ান চৌধুরী অর্ণবের সবগৃলো গানই ভালো লাগে তার।
বাঙালিয়ানা সব খাবারই তার পছন্দের। তার প্রিয় রং কালো ও নীল, পছন্দের পোশাক ঢোলাঢালা শার্ট ও জিন্স প্যান্ট।

সীমান্তর ভবিষ্যতে নিজেকে ভালো একটি পর্যায়ে দেখতে চায় তার পরিবার।

কুষ্টিয়ায় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থীর পক্ষে ভোট চাইলেন তাঁতীলীগ নেতৃবৃন্দ

কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের নির্বাচন উপলক্ষে সরকারের চলমান উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান এর আনারস প্রতীকে ভোট চাইলেন কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের নেতারা।

মঙ্গলবার দিনব্যাপী সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান এর পক্ষে আনারস প্রতীকে ভোট চান। এসময় লিফলেট বিতরনসহ ভোট প্রার্থনা করেন তাঁরা।

এসময় কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশীদ, সিনিয়র সহসভাপতি সরোয়ার হোসেনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ‘দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সংসদ নির্বাচনের মতো কুষ্টিয়া জেলা পরিষদ নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করুন। তাহলে জেলা পরিষদ এলাকার ব্যাপক উন্নয়ন হবে। ’

কুষ্টিয়ায় শেখ রাসেল দিবসের

প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়ায় শেখ রাসেল দিবস-২০২২ উদ্যাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার খাইরুল আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) শারমিন আক্তার, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার (ভারপ্রাপ্ত) আলহাজ্ব রফিকুল আলম টুকু, জেলা আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ও কেপিসি কুষ্টিয়ার সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব প্রমুখ।

সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৮ অক্টোবর আড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ দিবসটি উদ্যাপন করা হবে। দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা রকম প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।

সভায় জেলার সরকারী সকল দপ্তরের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় চলছে তিন দিনব্যাপী লাঠি খেলা উৎসব

কুষ্টিয়ায় চলছে তিন দিনব্যাপী লাঠিখেলা। বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা শতাধীক লিাঠয়ালদের নিয়ে এ উৎসব আজ মঙ্গলবার সমাপনী ঘটবে। তবে দিন গড়িয়ে রাতেও চলবে এ লাঠিখেলা উৎসবের।

ঢাক, ঢোল আর কাঁসার ঘণ্টার শব্দে চারপাশ উৎসব মুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বাদ্যের তালে নেচে নেচে লাঠি খেলে অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করে লাঠিয়ালরা। তারপরই চলে লাঠির কসরত। প্রতিপক্ষের লাঠির আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা ও তাকে আঘাত করতে ঝাঁপিয়ে পড়েন লাঠিয়ালরা। এসব

দৃশ্য দেখে আগত দর্শকরাও করতালির মাধ্যমে উৎসাহ যোগায় খেলোয়াড়দের।

কখনও খেলা চলেছে দুজনে, কখনো আবার দলবদ্ধভাবে। ছিলেন যেমন প্রবীণ সর্দার, ছিলেন নবীনও। অপরূপ এসব কৌশল মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো উপভোগ করেছে। বাঁশের তৈরি লাঠি ছাড়াও পুরো বাঁশ দিয়েও খেলার কৌশল দেখান অনেক ওস্তাদ।

হারিয়ে যাওয়া এই ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে নিয়মিত এই ধরনের আয়োজন করার দাবি করেন দর্শকরা।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বটতৈল ইউনিয়নের কবুরহাট গ্রাম। এ গ্রামেরই ইউনুস মাহমুদ অর্পণ নামের ব্যক্তির প্রচেষ্টায় চতুর্থ বারের মতো তিন দিনের এ লাঠি খেলা উৎসবের আয়োজন করে।

তিনি জানান, বাংলাদেশে ইতিহাস-সংস্কৃতির অংশ হিসেবে বাঙালির রক্তে মিশে ছিল ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলা, যা কালের বিবর্তনে এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে। তিনি বলেন, আমার ইচ্ছে ছিলো এসব লাঠিখেলা টিকিয়ে রাখতে তাদের উৎসাহ দিতে হবে। এজন্যই আমি চেষ্টা করি প্রতি বছর তাদের একত্রিত করে তিনদিনের এ উৎসবের আয়োজন করতে। স্থানীয়দের সহযোগীতায় লাঠিখেলার পাশাপাশি গ্রামীণ ঐতিহ্য নিয়ে ছিলো কলাপাতায় খানাপিনা। তবে এ ধারা অব্যহত রাখতে আমি প্রতিবছর এ লাঠিখেলার আয়োজন করবো বলেও জানান তিনি।

ওস্তাদ জানার উদ্দিন বলেন, এই লাঠি খেলা আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্য। আমার বাবা ও দাদা এক সময় লাঠি খেলতেন, সেই ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টা করছি।

কোরবান আলী নামের আরেক ওস্তাদ জানান, লাঠিখেলা দেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি খেলা। তবে আধুনিক খেলাধুলার ভীড়ে এই ঐতিহ্যবাহী খেলা হারিয়ে যেতে বসেছে। সবার সম্মিলিত উদ্যোগে একে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব।

জামাল নামের এক লাঠিয়াল জানান, এটা নিছক একটি খেলা নয়। এর থেকে আত্মরক্ষার কৌশলও শেখা যায়।

দর্শক শাহরিয়ার ইমন রুবেল জানান, লাঠিখেলা শুরুর আগে প্রতিটি দলই শারীরিক নানা কসরত দেখায়। নানা কৌশলে লাঠি ঘোরানো হয়। প্রতিপক্ষের লাঠির আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং প্রতিপক্ষের

ওপর আক্রমণ করা সবই ছিল ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে।

প্রসঙ্গত, লাঠিখেলা বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য। ওস্তাদ ভাই সিরাজুল হক চৌধুরী গোল্ডেন সোর্ড ১৯৩৩ সালে বাংলাদেশ লাঠিয়াল বাহিনী তৈরি করেন। ওস্তাদ ভাই সিরাজুল হক চৌধুরী প্রথমে নিখিল বাংলা লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করেন। পরে এর নাম হয় বাংলাদেশ লাঠিয়াল বাহিনী।’ যেটির সদর দপ্তর হিসেবে এই কুষ্টিয়া বিেবিচত হয়।

কুষ্টিয়ায় গৃহবধু ধর্ষণ মামলায় প্রতিবেশীর যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়ার বটতৈল গ্রামের এক গৃহবধুকে ধর্ষণের অভিযোগে সালাম মন্ডল (৫৮) নামে একপ্রতিবেশীর যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার দুপুরে কুষ্টিয়া নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালতের বিচারক সৈয়দ হাবিবুল ইসলাম আসামীর উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষনা করেন। একই সাথে সাজপ্রাপ্তকে আরও ৫০ হাজার টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও এক বছরের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেন আদালত।

সাজাপ্রাপ্ত হলেন কুষ্টিয়া জেলার বটতৈল এলাকার মৃত পলান মন্ডলের ছেলে সালাম মন্ডল(৫৮)।

আদালত সূত্রে জানা যায় ২০২০ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী রাতে গৃহবধুর স্বামী বাড়ীতে না থাকার সুযোগে প্রতিবেশী অভিযুক্ত সালাম মন্ডল ঐ গৃহবধুর বাড়ীতে ঢুকে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে গৃহবধুকে জোর পূর্বক ধর্ষণ করেন। এঘটনায় গৃহবধু নিজেই বাদি হয়ে ধর্ষনের অভিযোগ এনে সালাম মন্ডলের নামোল্লেখ করে কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন।

মামলাটি তদন্ত শেষে কুষ্টিয়া মডেল থানার পুলিশ পরিদর্শক নিশিকান্ত সরকার অভিযুক্তর বিরুদ্ধে গত ২০২০ সালের ৩১ অক্টোবর আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন।

কুষ্টিয়া নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালতের রাষ্ট্রপক্ষের কৌসুলি এ্যাড. আব্দুল হালিম সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, গৃহবধু ধর্ষন দায়ে সাজাপ্রাপ্ত সালাম মন্ডলের বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীত প্রমানিত হওয়ায় তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছর সাজা খাটার আদেশ দেন আদালত।

কুষ্টিয়ায় র্যাবের অভিযানে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামী গ্রেফতার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে অস্ত্র মামলার কারাদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি সাইফুল ইসলাম ছবিকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-১২ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের অভিযানিক দল।

শুক্রবার (৭ অক্টোবর) ভোরে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ডাংমড়কা বাজার এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন র্যাব-১২ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খান।

গ্রেফতার সাইফুল ইসলাম ছবি (৩৭) কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ডাংমড়কা গ্রামের নবীর উদ্দিনের ছেলে।

কোম্পানী কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খান জানান, ২০১৭ সালের ২৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ডাংমড়কা বাজারে সাইফুল ইসলাম ছবি নিকট হতে এক রাউন্ড ৯ মি.মি. পিস্তলের গুলি উদ্ধার করে দৌলতপুর থানা পুলিশ। এঘটনায় ওইদিন রাতে ছবির বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে পুলিশ।

মামলার বিচারিক কার্যক্রম শেষে ২০২২ সালের ২৭ জানুয়ারি কুষ্টিয়ার বিশেষ ট্রাইবুনালের বিচারক আসামি সাইফুল ইসলামকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। পলাতক সাজাপ্রাপ্ত আসামি সাইফুল ইসলামকে গ্রেফতারের ব্যাপারে র্যাব উদ্যোগী হয়ে গোয়েন্দা নজরদারী

অব্যাহত রাখে এবং গ্রেফতার করে।

সাইফুল ইসলাম অস্ত্র মামলায় আটকের পর প্রায় দুই মাস জেল খাটে। জেল থেকে জামিনে মুক্তি পেয়ে সে ঢাকা পালিয়ে যায়। সেখানে সে একটি চায়না প্রকল্পে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতো। প্রায় এক মাস পূর্বে সে ঢাকা থেকে তার গ্রামের বাড়িতে আসে। কিন্তু গ্রেফতার এড়াতে বেশিরভাগ সময় সে বাড়ির বাইরে অবস্থান করতো।

গ্রেফতার সাইফুল ইসলামের বিরুদ্ধে দৌলতপুর থানায় একটি ডাকাতির প্রস্তুতি মামলা রয়েছে। যা বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন।

মৌবনের দেয়া সেলাই মেশিন পেয়ে খুশি রত্মা খাতুন

‘আমার জীবনযুদ্ধে এই সেলাই মেশিনটি হবে একটি অবলম্বন। এখন মনে অনেক সাহস পাচ্ছি। আপাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই।’ নতুন একটি সেলাই মেশিন পেয়ে এভাবে অনুভূতি প্রকাশ করেছে রত্মা খাতুন। সে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার এসএমএন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী। তার মতো আরো বেশ কয়েকজনকে সেলাই মেশিন দেওয়া হয়।

কুষ্টিয়ার মৌবন পরিচালিত ‘নারী বাতায়ন’ সংস্থার সভাপতি সাফিনা আঞ্জুম জনী এগুলো বিতরণ করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে ছোট রত্মা খাতুন। ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে বাবা এবং সড়ক দুর্ঘটনায় তকার মা মারা গেলে এতিম হয়ে পড়ে রত্মা খাতুন।

সপ্তম শ্রেণিতে পড়ালেখা করা এই কিশোরী নিজের ইচ্ছা শক্তিতেই সেলাই প্রশিক্ষণ নিয়ে মোটামুটি কাজ শুরু করেন। তবে নিজের একটা সেলাই মেশিন পেলে তার উপকারে লাগতো বলে অভিমত প্রকাশ করে। বিষয়টি জানতে পেরে মৌবন পরিচালিত নারী বাতায়নের উদ্যোগে সেলাই মেশিন উপহার দেন।

মৌবন আঙ্গিনায় শুক্রবার দুপুরে রত্মা খাতুনের হাতে সেলাই মেশিনটি তুলে দেন মৌবনের সিইও হাবিবুল আলম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মৌবনের জেনারেল ম্যানেজার মোশাররাফুল হক বকুল, ম্যানেজার আশিকুজ্জামান রনি, মীর তনিমা ও সাংবাদিক এস এম জামাল।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে রত্মা খাতুন বলেন, আজকের ◌্এই উপহার হিসেবে পাওয়া সেলাই মেশিনটি দিয়ে আমার নিজের পড়ালেখা চালানোসহ পরিবারের স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে বাসায় থেকে সেলাইয়ের কাজ করবেন বলে জানান। সেলাই মেশিন পেয়ে আমি অনেক খুশি। এজন্য তিনি মৌবনের নির্বাহী পরিচালক সাফিনা আঞ্জুম জনীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বিশিষ্ট সমাজসেবক ও মৌবনের নির্বাহী পরিচালক নারী বাতায়ন এর সভাপতি সাফিনা আঞ্জুম জনী বলেন, ‘আমাদের প্রত্যেক সামর্থ্যবান মানুষের উচিত অসহায় লোকজনের পাশে দাঁড়ানো। তাদের সামান্য সহায়তায় একটি পরিবারের দুঃখ-কষ্ট লাঘব হতে পারে। আজকের এই আয়োজন তারই প্রমাণ। তিনি বলেন,‘সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এতিমসহ সমাজের সুবিধা বঞ্চিত নারী ও বৃদ্ধসহ শিশুদের জন্য কিছু একটা করার চেষ্টা করছি মৌবনের সহায়তায় নারী বাতায়নের মাধ্যমে। এছাড়াও মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দরিদ্র মেধাবীদের শিক্ষা সহায়তাসহ নানান ধরনের সহযোগীতার হাত বাড়ানো হয়ে থাকে। আমরা সবাই মিলে উদ্যোগ নিলে এই তাদের দুর্ভোগ অনেকটা কমানো সম্ভব বলেও মনে করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, নারীদের উন্নয়ন ও নারীদের স্বাবলম্বী করতে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত রয়েছে নারী বাতায়ন সংস্থাটি। যেটির উদ্যোগে রয়েছে মৌবন।

জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে

দিচ্ছে সরকার – ডিসি

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেছেন, জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন।

তিনি বলেন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও টেকসই করণে এলজিএসপি-৩ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এলজিএসপি-৩ প্রকল্পের আওতায় লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট-৩ এর অগ্রগতি ও অর্জন অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ও পায়াকট বাংলাদেশের উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার শাখা কুষ্টিয়ার উপ-পরিচালক মো. আরিফ-উজ-জামান।

এ কর্মশালায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন এলজিএসপি-৩ প্রকল্পের ডিসষ্টক ফ্যাসিলিটের আখতারুজ্জামান।

কর্মশালায় বলা হয়, গ্রামীণ জনপদের উন্নয়নের নিমিত্তে দেশের সবকটি উপজেলা এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত। বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় ও স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে পরিচালিত এ প্রকল্প ২০১৭ সালে শুরু হয়। প্রকল্পটি ২০২২ সাল পর্যন্ত চলবে। প্রকল্পের মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৫ হাজার ৭৪৪ দশমিক ২০ কোটি টাকা।

দিনব্যাপী এ কর্মশালায় গণমাধ্যমকর্মী, নীতিনির্ধারক ও পরিকল্পনাবিদ, নির্বাচিত স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, উন্নয়নকর্মী, নারী প্রতিনিধি ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ অংশগ্রহণ করেন।

কুষ্টিয়ায় নারী বাতায়ন’র উদ্যোগে প্রবীণদের মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরণ

কুষ্টিয়া জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক নূরে সফুরা ফেরদৌস বলেছেন, একজন প্রবীণ একটি পরিবারের স্তম্ভ। তারা একটি সুন্দর রাষ্ট্রের খুঁটি। যাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে পরিবার এবং সমাজ এগিয়ে যেতে পারে।’

তিনি বলেন, ‘প্রবীণরা শিশুর মতো হয়। শিশুরা যেমন ভালোবাসা চায়, মানুষ বয়সের ভারে তেমনই শিশুর মতো হয়ে যায়। তাই আমাদের বড় করা প্রবীণদের প্রতি যত্নশীল হতে হবে।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উপলক্ষে গত সোমবার কুষ্টিয়া শহরের মৌবন পরিচালিত নারী বাতায়ন এর উদ্যোগে প্রবীণদের জন্য উপহার সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে এ আহবান জানান তিনি।

প্রবীণদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আগামীর উন্নত ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণের আহবান জানিয়ে তিনি বলেন,
প্রবীণরা আমাদের ভুলগুলো সুধরে দিতে কার্যকর পরামর্শ প্রদান করতে পারেন। যা আমাদের দেশকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে।

সমাজে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর যথাযথ সম্মান এবং তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় সকলকে এগিয়ে আসার আহবানও জানান তিনি।

নারী বাতায়ন এর সভাপতি সাফিনা আঞ্জুম জনীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন দৌলতপুর উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার মর্জিনা খাতুন, মিরপুর উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার তমান্নাজ খন্দকার, ভেড়ামারা উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার জান্নাতুল ফেরদৌস, কুমারখালি উপজেলা মহিলা অফিসার ফেরদৌস নাজনীন সুমনা, ডে কয়ার অফিসার মিনা রানী সাহাসহ মৌবনের ম্যানেজার আশিকুজ্জামান রনি, মীর তনিমা উপস্থিত ছিলেন।

নারী বাতায়ন এর সভাপতি সাফিনা আঞ্জুম জনী বলেন, আমাদের সবার হৃদয়ে রয়েছে প্রবীণ (আপনাদের) জন্য বিশেষ স্থান। আপনাদের জীবন

অভিজ্ঞতায় ভরপুর। সমাজ-সভ্যতার জন্য আপনাদের অবদান রয়েছে। এই সামান্য উপহার কিছু না। আমরা আপনাদেরকে হৃদয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতে চাই।

প্রসঙ্গত, মৌবন পরিচালিত নারী বাতায়ন সমাজের প্রবীণ, সুবিধাবঞ্চিত ও অসহায় মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে। এছাড়াও এগারোজন প্রবীণকে প্রতিমাসে নগদ অর্থ সহায়তাসহ নানান ধরনের সহযোগিতা করা হয়ে থাকে।